যুগান্তর

তারিখ 22 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

আত্মহত্যা : কলেজ ছাত্রীর

(১ম পৃষ্ঠার পর) আত্মহত্যা করেছে এইচএসসি পরীক্ষার্থী রুমা বড়াল (১৮)। কলেজের এক শিক্ষকের দিনের পর দিন উত্যক্ত করার ঘটনা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে সুবিচার পাওয়ার বদলে রুমা বড়ালের ভাগ্যে জুটেছিল কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষিকার বাঙ্গ-বিদ্রূপ। গত ৭ ডিসেম্বর সে ওড়না গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে।

রুমার পরিবার এ ঘটনার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছে। মৃত্যুর পর রুমার হাতে লেখা এক চিঠিতে এই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত শিক্ষক হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পলাতক।

চিতলমারী উপজেলার বঙ্গবন্ধু মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল রুমা বড়াল। দীর্ঘদিন ধরে তার কলেজের শিক্ষক হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রুমাকে পথেঘাটে ও কলেজে বসে মানাভাবে উত্যক্ত করত। এক পর্যায়ে রুমা অতিষ্ঠ হয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর কলেজ অধ্যক্ষের কাছে ওই শিক্ষকের দ্বারা উত্যক্ত হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে জানায়। কিন্তু অভিযোগে কোন সুফল হয়নি। বরং গোটা কলেজে বিষয়টি সমালোচিত হতে থাকে। কলেজের প্রায় সবাই রুমাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। গত ২ অক্টোবর কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী রুমার বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে অভিযুক্ত শিক্ষক হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উত্যক্ত করার কথা স্বীকার করে। সিদ্ধান্ত হয় ওই শিক্ষক রুমাদের বাড়িতে গিয়ে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে আসবে। কিন্তু শিক্ষক হরেন বৈঠকের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দিয়ে রুমার ওপর চাপ প্রয়োগ করে। এরপর প্রথম বৈঠকের কোন সদুত্তর না পাওয়ায় গত ২৪ অক্টোবর শিক্ষকদের পুনরায় বৈঠক হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্তে ছাত্রী রুমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য শিক্ষক হরেনকে দু'দিনের আল্টিমেটাম দেয়া হয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্তকেও সে আমল দেয়নি। এর মাঝে গত ১৮ নভেম্বর কলেজের গভর্নিং বডির এক বৈঠক হয়। চিতলমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইলিয়াছ লস্করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কথা উল্লেখ করে শিক্ষক হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। সর্বশেষ অভিযোগটি ছিল রুমার। উপজেলার কুরমনি গ্রামের চার ভাইবোনের মধ্যে মেজো রুমার মৃত্যুর পর পাওয়া 'শ্রেষ্ঠ দুঃখ' শিরোনামে ছোট বোনের কাছে লেখা চিঠিতে সে লিখেছে- 'ভালবাসার সোনার প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে হাসিঠাট্টার খেলা।' অন্য একটি খাতায় রুমা লিখেছে- 'আমার প্রতি কলেজের সবাই অবিচার করছে।'

রুমার মৃত্যুর ঘটনার পর অভিযুক্ত শিক্ষককে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। তার বাড়ি কচুয়া উপজেলার বিধেরখোলা গ্রামে। বঙ্গবন্ধু মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ বাবুল মিয়া জানান, অভিযুক্ত শিক্ষককে তারা সাময়িক বরখাস্ত করেছেন। এরপরও রুমাকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা করত কিনা তা তিনি জানেন না।

বাগেরহাটে কলেজ ছাত্রী রুমার আত্মহত্যা : শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দীপ আজাদ/ কপিল ঘোষ, বাগেরহাট থেকে

বহুল আলোচিত সিমি, ইন্দ্রাণী ও নাসরিনের মতো এবার বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলায়

আত্মহত্যা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫